রিকশা মার্কায় ভোট দিন

সঠিক সিদ্ধান্ত নতুন বাংলাদেশ

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস- এর

নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬

প্রকাশক ও স্বত্ব

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
৫৯/৩/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
bangladeshkhelafatmajlis99@gmail.com
https://bangladeshkhelafatmajlis.org

ইশতেহার বিষয়ক যোগাযোগঃ
০১৯৩৫৬১৬২৪২

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

সূচীপত্র

ভূমিকা	০৩
বিগত ১৬ বছরের (২০০৮-২০২৪) ফ্যাসিবাদী শাসনের চিত্র	০৩
আমাদের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচী	০৪
আমাদের অন্যান্য কর্মসূচী	০৭
যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান	০৯
আমরা যে ইতিবাচক আদর্শের পক্ষে	১০
উপসংহার	১১

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ-ঐতিহ্য, ত্যাগ ও সংগ্রামের এক গৌরবময় জনপদ। এই দেশ লক্ষ শহিদ, ওলি-আওলিয়া, আলেম-ওলামা ও দেশপ্রেমী মানুষের আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে। একই সঙ্গে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি, জুলুম, অবিচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধবিরোধী শাসনব্যবস্থার কারণে এই দেশ বহুবার দিকভ্রান্ত হয়েছে। আজ জাতি আবারও শান্তি-নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও ঈমানি চেতনার ভিত্তিতে নতুন নেতৃত্ব ও নতুন আদর্শের সন্ধানে রয়েছে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস বিশ্বাস করে-বাংলাদেশ কেবল একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্র নয়; এটি ঈমান, সংগ্রাম ও ন্যায়বিচারের ইতিহাসে গড়ে ওঠা এক মহান জনপদ। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি-ন্যায়বিচার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়, মানবিকতা ছাড়া শান্তি আসে না এবং দুর্নীতিবাজ ও জালিমদের আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র কখনো জনগণের সুখ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। একটি প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্র সেই রাষ্ট্র, যেখানে আল্লাহভীতিপূর্ণ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত, মানুষের ইজ্জত ও মর্যাদা সুরক্ষিত এবং দুর্নীতি, মাদক, চাঁদাবাজি ও সকল অনাচারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অবস্থান হবে শূন্য সহনশীলতার।

আমাদের রাজনীতি ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়। ১৯৪৭-এর দেশভাগ, ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ২০০৯-এর পিলখানা ট্র্যাজেডি, ২০১৩-এর শাপলা চত্বর গণহত্যা এবং ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান-প্রতিটি অধ্যায়ে আমাদের অবস্থান ন্যায় ও সত্যের পক্ষে। আমরা রাজনৈতিক প্রতিশোধ নয়; বরং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্ত, ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির পক্ষে।

২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদে উত্থাপিত রাষ্ট্রসংস্কারের ন্যায্য দাবিগুলোকে আমরা সমর্থন করি এবং এর বাস্তবায়নে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, শহিদদের ত্যাগকে পথচিহ্ন করে এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে-২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস একটি ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক ইসলামী সুশাসনের নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পেশ করছে।

প্রথম অধ্যায়
বিগত ১৬ বছরের (২০০৮-২০২৪) ফ্যাসিবাদী শাসনের চিত্র

২০০৮ থেকে ২০২৪ টানা প্রায় ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসন বাংলাদেশকে একটি গভীর রাজনৈতিক, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। উন্নয়নের বাহ্যিক বয়ানের আড়ালে এই সময় রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমে দমনমূলক, বৈষম্যমূলক ও জবাবদিহিহীন রূপ লাভ করে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সময়ে শত শত জোরপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গায়েবি মামলা ও কারাগারে অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। 'আয়নাঘর'-সহ গোপন আটক কেন্দ্রের অস্তিত্ব রাষ্ট্রীয় গুম তদন্ত কমিশনের নথিতেও উঠে আসে। শাপলা চত্বর, হেফাজতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন দমনে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড থেকে বহু দূরে সরিয়ে দেয়।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা দমনমূলক আইনের অপব্যবহার করা হয়। সাংবাদিক, আলেম, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দায়ের করে ভয়ের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই সময় নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একতরফা নির্বাচন, রাতের ভোট, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দলীয় ব্যবহার জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেয় এবং গণতন্ত্রকে একটি আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের নামে মেগা প্রকল্প লুটপাট, ব্যাংক কেলেঙ্কারি, খেলাপি ঋণের পাহাড়, ডলার সংকট ও লাগামহীন মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ চরমভাবে দলীয়করণে আক্রান্ত হয়।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের অবস্থান স্পষ্ট-শুধু সরকার পরিবর্তন নয়; প্রয়োজন, গুম-খুন-দুর্নীতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসান। সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক বিচার এবং ইসলামী নীতি ও মানবিক মূল্যবোধের আলোকে মৌলিক রাষ্ট্রীয় সংস্কার। প্রতিশোধ নয়-সত্য, ইনসাফ ও জবাবদিহিতাই হবে আগামীর বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমাদের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচী

১. সুষম উন্নয়ন ও নাগরিক জীবনের মৌলিক অধিকার

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও ন্যায়বিচার-এই ছয়টি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না হলে নাগরিক জীবনে প্রকৃত শান্তি আসে না। রাষ্ট্র এসব মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের পূর্ণ দায় গ্রহণ করবে ।

বর্তমান তথাকথিত উন্নয়ন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিএকটি শুভঙ্করের ফাঁকি, কারণ জাতীয় আয়ের বড় অংশ একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত থাকে, অথচ অধিকাংশ মানুষ ন্যূনতম জীবনমান থেকেও বঞ্চিত। কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন বা গড় আয় বাড়ালেই নাগরিক জীবনে সুখ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়না।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস– সুষম উন্নয়ন, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ ও ন্যায্য সম্পদ বণ্টনের সমন্বয়ে কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তুলবে– যেখানে প্রতিটি নাগরিক উন্নয়নের বাস্তব সুফল অনুভব করবে।

২. সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা

দুর্নীতির মূল কারণ কেবল নৈতিক অবক্ষয় নয়; অনিশ্চিত জীবন, নিরাপত্তাহীন ভবিষ্যৎ ও মৌলিক চাহিদার অভাবও এর বড় কারণ।
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনে করে-রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা হলে দুর্নীতি দমন বাস্তবসম্মত হবে।

জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, দলীয় প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং ন্যায়ভিত্তিক মানবিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে– যেখানে আইন সবার জন্য সমান এবং ক্ষমতা হবে আমানত; শোষণের হাতিয়ার নয়।

৩. শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তা

একটি স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি, ঐক্য এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত প্রস্তুতির ঘাটতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। তাই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কেবল সামরিক বিষয় নয়-এটি রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস একটি আধুনিক, দক্ষ ও পেশাদার প্রতিরক্ষা বাহিনী; দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির বিকাশ এবং জাতীয় নিরাপত্তার একটি সুস্পষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা তৈরী করবে। আমাদের লক্ষ্য-বাংলাদেশ যেন কারো করুণা বা নির্ভরতার ওপর নয়, বরং নিজ শক্তি ও সক্ষমতার ভিত্তিতে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে।

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, প্রায় ১৮ কোটি মানুষের নিরাপত্তা, সমুদ্রসীমা ও আকাশসীমা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ-এসব কারণে প্রতিরক্ষা বাহিনী রাষ্ট্রের অন্যতম মূল ভিত্তি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি পেলেও স্বচ্ছতা, আধুনিকায়ন, প্রযুক্তিগত গবেষণা এবং স্থানীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশে তা এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নে অতিরিক্ত বিদেশ-নির্ভরতা কৌশলগত ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

সীমান্তে বিএসএফের আগ্রাসন, মানবপাচার ও মাদক চোরাচালানচক্রের মতো আন্তঃসীমান্ত হুমকি এবং সাইবার নিরাপত্তার উচ্চ ঝুঁকি জাতীয় নিরাপত্তা কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এসব বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও সমন্বিতভাবে শক্তিশালী করা হবে।

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা খাতে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। প্রতিরক্ষা ক্রয় প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ, সংসদীয় নজরদারি জোরদার এবং দুর্নীতি ও কমিশনসহ সকল অনিয়ম নির্মূল করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও সাইবার সক্ষমতায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পুনর্গঠন, সমুদ্রসীমা রক্ষায় সাবমেরিন ও প্যাট্রোল বোটে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশ-এসবই আমাদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

একই সঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, মানবপাচার ও মাদক চোরাচালান নির্মূল এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর কল্যাণ, পুনর্বাসন ও পেশাগত দক্ষতায় বিনিয়োগ নিশ্চিত করে জাতীয় নিরাপত্তা ও টেকসই সমৃদ্ধি অর্জন করা হবে।

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী কেবল অস্ত্রের শক্তির প্রতীক নয়-এটি রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা, ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকার এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রাজনৈতিক দৃঢ়তার প্রতিফলন।

৪. স্বাধীন, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বার্থভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি

দুর্বল রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি দেশকে কূটনৈতিকভাবে নতজানু করে তোলে। সুষম উন্নয়ন, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা সক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ জাতীয় ঐক্য ছাড়া একটি স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হবে আত্মমর্যাদা, শক্তি ও জাতীয় ঐক্য।

আমরা এমন একটি পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করতে চাই, যেখানে জাতীয় স্বার্থ সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে; আধিপত্য নয়, বরং পারস্পরিক সম্মান ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বসহ সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ হবে শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র, কিন্তু দুর্বল নয়; স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করা হবে এবং ওআইসি ও অন্যান্য ইসলামি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, আরাকান (রাখাইন) উইঘুরসহ বিশ্বমুসলিম জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে বাংলাদেশ স্পষ্ট ও সাহসী অবস্থান গ্রহণ করবে।

জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো বিদেশি চুক্তি গ্রহণ করা হবে না। বিদেশি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং গোপন নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়া হবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ন্যায্য পানি বণ্টন, ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্য এবং সম্মানভিত্তিক সীমান্তনীতি অনুসরণ করা হবে।
একই সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় জোরালো ও কার্যকর কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫. সার্বজনীন, ঐক্যবদ্ধ ও নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা
বর্তমান ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে বিভক্ত করছে, যা জাতীয় ঐক্য ও স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর।

দেশের ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় একটি সার্বজনীন জাতীয় শিক্ষা কারিকুলাম প্রনয়ণ করা হবে। একইসঙ্গে কওমি মাদ্রাসাসহ সকল বিশেষায়িত শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে।

আমরা চাই-শিক্ষা হবে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নৈতিক, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির ভিত্তি।

৬. কর্মসংস্থান ও তরুণদের জন্য আমাদের অঙ্গীকার
এই দেশ তরুণদের। আমরা চাই না আমাদের তরুণেরা বেকারত্ব, হতাশা বা অনিশ্চয়তায় দিন কাটাক। তাই তরুণদের জন্য আমরা চালু করব এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি-ধর্মী কর্মসূচি, যেখানে বছরে ন্যূনতম নির্দিষ্ট সময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে।

এইচএসসি উত্তীর্ণ প্রতিটি তরুণ-তরুণীকে যুক্ত করা হবে জাতীয় সার্ভিস-ধর্মী সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে, যাতে তারা কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলে এবং দেশ গড়ার গর্বে অংশীদার হয়।

আইটি ও ফ্রিল্যান্সিং, হালাল ফুড শিল্প, গ্রামীণ ই-কমার্সসহ সকল সম্ভাবনাময় খাতে আমরা তরুণদের হাতে তুলে দেব প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও সুযোগ। তরুণ মাদরাসার শিক্ষার্থী হোক, সাধারণ কিংবা কারিগরি শিক্ষার-উদ্যোক্তা হওয়া ও সম্মানের সাথে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কারও সঙ্গে তার কোনো বৈষম্য থাকবে না।

আমরা এমন একটি অর্থনীতি গড়ে তুলব, যেখানে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে চাকরি ও কর্মসংস্থান-মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর স্বার্থ নয়, বরং কোটি তরুণের ভবিষ্যৎ। প্রতিটি পরিবারের নূন্যতম একজনের উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে কর্মসংস্থান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে আমরা তরুণদের জন্য সম্মানজনক ও টেকসই কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার খুলে দেব।

তরুণরা এগিয়ে এলে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে-এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আমাদের পথচলা।

এই ছয়টি অগ্রাধিকার-একটি অপরটির পরিপূরক।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস বিশ্বাস করে, এই সমন্বিত কর্মসূচীগুলো একটি ন্যায়ভিত্তিক, আত্মমর্যাদাশীল ও ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ার বাস্তব পথ।

তৃতীয় অধ্যায়
আমাদের অন্যান্য কর্মসূচী

৭. ধর্মীয় পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় নীতি

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস একটি আদর্শভিত্তিক ইসলামী রাজনৈতিক দল। আমরা বিশ্বাস করি, ধর্মীয় পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে সুষম ভারসাম্যই ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, যা সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত হবে। তবে কেউ তার নিজস্ব ধর্ম, উপধর্ম বা ভ্রান্ত মতবাদকে অন্য কোনো স্বীকৃত ধর্মের নামে প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আমরা এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা ইসলামী আকীদা ও মূল্যবোধ রক্ষা করবে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমারেখা স্পষ্ট করবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন ও সুন্নাহ সর্বোচ্চ নির্দেশ হিসেবে থাকবে।

৭.১ কাদিয়ানী/আহমদিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কিত নীতি

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস খতমে নবুয়তকে ঈমানের অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঘোষণা করে-মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী। কাদিয়ানী/আহমদিয়া সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, যেমনটি বিভিন্ন মুসলিম দেশে কার্যকর। এই সম্প্রদায়ের নাগরিকরা রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিক অধিকার, নিরাপত্তা ও ধর্মচর্চার স্বাধীনতা ভোগ করবে; তবে মুসলিম পরিচয় ব্যবহার করতে পারবে না। ইসলাম বিকৃতিকারী মতবাদের মোকাবিলায় কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা, দাওয়াত ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম রাষ্ট্রীয়ভাবে জোরদার করা হবে।

৭.২ আজমতে সাহাবা ও আকীদাগত নীতি

সাহাবায়ে কেরামকে রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। তাঁরা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ও ন্যায়ের মানদণ্ড তথা সত্যের মাপকাঠি । সাহাবাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা বা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ বা অবমাননাকর বক্তব্য প্রকাশ ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। রাষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবাদের অনুসৃত পথ নীতিগত ভিত্তি হবে।

মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় “সীরাতে সাহাবা” বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। জনজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহাবাদের ইনসাফ, ত্যাগ, দায়িত্বশীলতা ও আদর্শমূলক চরিত্র মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৮. অর্থনীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি চালু করে দরিদ্র ও দুর্বলদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। বাজেট প্রণয়নে সাধারণ মানুষ ও কৃষক-কর্মজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, দুর্নীতি রোধে স্বাধীন নিরীক্ষা করা হবে। নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, সিন্ডিকেট ও মজুদদারি রোধ, কৃষকদের ঋণমুক্তি এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকবে। গৃহ নির্মাণ, কৃষি ও শিল্প খাতে সুদ মুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

৯. শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বজনীন জাতীয় সিলেবাসের অধীনে পরিচালিত হবে, যেখানে কুরআন-হাদিসভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইংরেজি ও আইটির সমান গুরুত্ব থাকবে।
শিক্ষকদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে ন্যূনতম জাতীয় বেতন, বিশেষ ভাতা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং নিপীড়ন বা রাজনৈতিক হয়রানি রোধে আইন প্রণয়ন করা হবে।
যুবসমাজকে মাদক, জুয়া ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করা হবে এবং খেলাধুলা, সাহিত্য, বিতর্ক, গবেষণা ও প্রযুক্তিমুখী কার্যক্রমে যুক্ত করা হবে। কিশোর গ্যাং কালচারের বিরুদ্ধে সামাজিক ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সংস্কৃতি ও মিডিয়ায় অশ্লীলতা, মাদক, জুয়া ও ব্যাভিচার নিষিদ্ধ করা হবে। গণমাধ্যম ও বিনোদনে নৈতিক মানদণ্ড নিশ্চিত করা হবে এবং সাহিত্য, নাটক ও প্রামাণ্যচিত্র বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে।

১০. কওমী শিক্ষা ব্যবস্থা

কওমি মাদ্রাসার উন্নয়নে উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসিত মঞ্জুরি কমিশন গঠন করা হবে।
কওমি মাদরাসার উন্নয়ন ও ডিগ্রি স্বীকৃতির পরিধি বৃদ্ধি করা হবে।

১১. ধর্মীয় স্বাধীনতা, ওয়াকফ ও সামাজিক ন্যায়

সকল নাগরিককে তার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। উপাসনালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সুরক্ষিত থাকবে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেক বাংলাদেশি নাগরিক পূর্ণ মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা পাবে। সকল জাতিগোষ্ঠীর উপাসনালয় ও ধর্মীয় উৎসবে রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

উর্দুসহ পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হবে।

ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং এর আয় দরিদ্র ও সমাজকল্যাণে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে।

মসজিদভিত্তিক সামাজিক সালিশ, পরিবার কাউন্সেলিং, জাকাত বিতরণ এবং ন্যায়বিচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের নিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হবে, যা ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করবে।

১২. কৃষক, শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ

ধান-চাল, পাট ও সবজি ইত্যাদি কৃষিপণ্য সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া সহজতর করা হবে; মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ও বীজে ভর্তুকি ও সহজ কিস্তির সুবিধা থাকবে। শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। শ্রমজীবী মানুষদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে।

১৩. নারী অধিকার ও শিশু সুরক্ষা

ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে নারীর মর্যাদা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য পৃথক এবং নিরাপদ পরিবেশ থাকবে, হয়রানির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করা হবে। অসহায় নারীর জন্য সরকারি সেল্টার হোম, আইনগত সহায়তা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা থাকবে। যৌতুক, নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন ও দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা হবে। শিশু ও কিশোরদের জন্য খেলাধুলা, শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

১৪. স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জলবায়ু

সকল নাগরিকের জন্য মানসম্মত, সহজলভ্য ও মানবিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশিদের বিদেশমুখী প্রবণতা হ্রাস এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সকল আধুনিক ও কার্যকর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।
সকল সরকারি হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আধুনিকীকরণ করা হবে এবং সেখানে গাইনি ও নিরাপদ ডেলিভারি সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। মাতৃত্বকালীন ভাতা বৃদ্ধি করা হবে এবং মাতৃস্বাস্থ্যকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নদী দখল ও দূষণ কঠোরভাবে বন্ধ করা হবে। বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প আরও শক্তিশালী করা হবে। শহর ও গ্রামে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে।

১৫. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ

সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার এবং মিথ্যা মামলা ও হয়রানি বন্ধ করা হবে। সংবাদপত্র, টিভি এবং অনলাইন মিডিয়াকে দলীয়করণমুক্ত রেখে উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া হবে। তথ্যের অধিকার আইন শক্তিশালী করা হবে এবং সরকারি নথি ও চুক্তির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

১৬.রেমিটেন্স ও প্রবাসী বাংলাদেশি

প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। প্রতি বছর দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রায় ৩০-৩৫ শতাংশ আসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স থেকে। সঠিক পরিকল্পনা ও কার্যকর নীতিমালা থাকলে এই রেমিটেন্স আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে উচ্চ অভিবাসন ব্যয়, অবৈধ হুন্ডি লেনদেন, দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং প্রধান শ্রমবাজারের সংকোচনের কারণে তা এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।

প্রতি বছর প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০-৪,৮০০, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নিহত প্রবাসীর পরিবার যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান না, কারণ প্রক্রিয়াটি জটিল এবং ধীর।

প্রবাসীবান্ধব নীতিমালার অংশ হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও অভিবাসন-সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা হবে এবং দালাল ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার ভিত্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে সরকারি প্রণোদনা বৃদ্ধি, তাৎক্ষণিক ও নিরাপদ ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশি ব্যাংক ডেস্ক কার্যকর করা হবে।

প্রবাসীদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি, ২৪/৭ জরুরি হেল্পলাইন চালু এবং দেশে ফেরত প্রবাসীদের জন্য পুনর্বাসন ও ব্যবসায়িক সহায়তা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হবে।

প্রবাসীদের জন্য বিনা সুদে বিশেষ ঋণ সুবিধা চালু করা হবে এবং বিমানবন্দরসহ সকল পর্যায়ে হয়রানি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অপরিহার্য শর্ত। রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সব ধরনের জুলুম, অবিচার ও অপরাধের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান গ্রহণ করি।

১৭. চাঁদাবাজি ও দখলবাজি

বাজার, হাট, টার্মিনাল, পরিবহন খাত, পণ্য ওঠানামার স্থান ও সরকারি অফিসসহ সর্বত্র চাঁদাবাজি বন্ধে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করে অভিযান পরিচালনা করা হবে। **রাজনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে কেউ চাঁদাবাজিতে জড়িত হলে**

সংশ্লিষ্ট দলকে দায় নিতে হবে। নদী, খাল, সরকারি ও খাসজমি, রাস্তা ও খেলার মাঠ দখলমুক্ত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১৮. ঘুষ, দুর্নীতি ও অপচয়

ঘুষ, দুর্নীতি ও অপচয়কে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারি ও আধাসরকারি সব দপ্তরে কঠোর শাস্তি কার্যকর হবে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী ও উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়ের স্বচ্ছ হিসাব প্রকাশ বাধ্যতামূলক হবে। এসব অপরাধ তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন কমিশন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

১৯. পেশিশক্তি ও টেন্ডারবাজি

টেন্ডারবাজি, ক্যাডারবাহিনী ও সন্ত্রাসী রাজনীতি রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

২০. গুম, খুন ও অপহরণ

গুম, খুন ও অপহরণ বন্ধে বিশেষ পর্যবেক্ষণ সেল ও দক্ষ তদন্ত ইউনিট গঠন করা হবে। ভুক্তভোগী পরিবারদের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক বিচার কার্যকর করা হবে।

২১. ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন

ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। আইন প্রয়োগে দলীয় পরিচয় বা প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হবে না। ভুক্তভোগী নারীর সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করা হবে।

২২. ঋণ খেলাপি ও অর্থ পাচার

ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি ও অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অবৈধ অর্থ পাচার রোধে নজরদারি, দায়ীদের শাস্তি এবং পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত আনা নিশ্চিত করা হবে। ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

আমরা যে ইতিবাচক আদর্শের পক্ষে

আমরা শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকারভিত্তিক সমাজের পক্ষে। প্রতিটি নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সুরক্ষিত থাকবে এবং ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সমতল-পাহাড় নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার পাবে। রাজনীতিকে ব্যবসা নয়, আমানত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। দলীয় লুটপাট ও স্বজনপ্রীতির অবসান ঘটিয়ে নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য থাকবে না। শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং দায়িত্ব ও মর্যাদার সুস্পষ্ট কাঠামো বজায় রাখা হবে।

উপসংহার

এই ইশতিহার আমাদের প্রতিশ্রুতি নয়-আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। আমরা বিশ্বাস করি- যে রাষ্ট্র আল্লাহভীতি, সৎ নেতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও মানবিক সুশাসনের উপর দাঁড়ায়- সেই রাষ্ট্রই হয় শান্তির ঠিকানা, সুখের আবাস, উন্নয়নের কেন্দ্র।

এটাই আমাদের লক্ষ্য- ইসলামী সুশাসনে সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত, নিরাপদ বাংলাদেশ।

এটাই আমাদের অঙ্গীকার- জনগণের সুখ-শান্তির নতুন বাংলাদেশ।